দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল

গত শনিবার এক সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম শামসুল হক ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সন্ত্রাসের পট-ভূমিতেই তিনি একথা বলেছেন।

সেমিনারে উপস্থাপিত এক প্রবন্ধে সরকারের বস্ত্র সচিব মোফাজ্জল করিম বলেন, দেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক ও শঙ্কাকুল স্থান এখন কোন কোন বিদ্যাপীঠ। ছাত্র রাজনীতিকে তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল বলে অভিহিত করেছেন।

শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাস যে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় ছাত্র রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী কুফল এ সম্পর্কে কারো মনে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারাও প্রকারান্তরে একথা স্বীকার করেন; কিন্তু দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্যোগ নিতে পারেন না।

দেশের শিক্ষাঙ্গন কোনদিনই ছাত্র রাজনীতিমুক্ত ছিল না। তবে সে রাজনীতি সন্ত্রাসের রাজনীতি ছিল না। সে রাজনীতি অবশ্যই ছিল প্রতিবাদের রাজনীতি, প্রতিরোধের রাজনীতি; কিন্তু খুনোখুনির রাজনীতি বা ছিনতাই ও চাঁদাবাজির রাজনীতি ছিল না। '৫২ থেকে '৯০-এর আন্দোলনে ছাত্র রাজনীতির যে উজ্জ্বল ঐতিহ্য তা যতটা না ছিল দলীয়, তার চেয়ে বেশি ছিল জাতীয় ও গণতান্ত্রিক।

অতীতে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শগত মিল থাকলেও প্রত্যক্ষ কোন সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিল না। ছাত্র সংগঠনগুলো অনেকটা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিত। অন্যদিকে ছাত্র সংগঠনের কোন কৃতকর্মের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোও সরাসরিভাবে দায়ী হত না। জেনারেল জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করার পর অবস্থাটা বদলে দিলেন। তিনি ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হওয়াকে বাধ্য-তামূলক করলেন।

রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হওয়াতে ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব আর ছাত্রদের হাতে থাকল না। তাদের সকল সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল। রাজনৈতিক দলগুলোর সংঘাত তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষাঙ্গনে প্রতিফলিত হতে শুরু করল। পরবর্তীকালে কোন কোন রাজনৈতিক দলের জন্য ছাত্র রাজনীতিই হয়ে দাঁড়াল 'ওনলি গেম'। রাজনৈতিক হার-জিতের ক্ষেত্র হয়ে পড়ল শিক্ষাঙ্গন। এর জন্য বৈধ-অবৈধ কোন পদ্ধতিই গ্রহণ করতে কসুর করা হয়নি। তারই জের চলছে এখন। মাঝে মধ্যেই তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে।

ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করার ফলে রাজনৈতিক দলগুলোরও ছাত্র সংগঠন-নির্ভরতা বেড়েছে। ওপরতলার আদেশ-নির্দেশে ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব অছাত্র অথবা পেশাদার 'ছাত্র'দের হাতে চলে গেছে। অন্যদিকে কোন কোন রাজনৈতিক দল তাদের নিজ ছাত্র সংগঠনের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। ছাত্রনেতাদের মেজাজ-মর্জিমত কাজ করতে যেয়ে তাদের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করার ব্যাপারে যদি সদিচ্ছা থেকেও থাকে তা তারা কার্যকর করতে পারছেন না। তার ওপর নতুন উপসর্গ যুক্ত হয়েছে—ছাত্র সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ কলহ, নেতৃত্ব ও আধিপত্যের লড়াই। এগুলো আবার অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর থেকে রাজনৈতিক দলগুলোও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে বসেছে। অথচ তাদের অপকর্মের রাজনৈতিক দায়ভার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকেই বহন করতে হচ্ছে। ফলে এ ব্যাপারে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীরা বহুদিন থেকেই সচেতন করে দেয়ার চেষ্টা করে আসছেন।

দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কোন রাজনৈতিক দলের জন্য তার নিজ ছাত্র সংগঠন কতটুকু 'অ্যাসেট' আর কতটুকু 'লায়েবিলিটি' সে কথাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ফলে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বিদেশে পড়তে যাচ্ছে। সেশন জটে সবাই অতিষ্ঠ। শিক্ষার মান আশংকাজনকভাবে নিচে নেমে গেছে। আগামী দিনের জাতি গঠনে যারা নেতৃত্ব দেবেন তারা কি শিক্ষা পাচ্ছে, এভাবে চলতে থাকলে দেশের ভবিষ্যৎ কতটা অন্ধকার সে সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সচেতন হতে হবে। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের ওপরে উঠে সবাইকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে ছাত্র সংগঠনগুলোর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, না সন্ত্রাসের প্রসার ঘটেছে তা দেশের পরিস্থিতির দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে। ছাত্র রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের শিক্ষা সম্পর্কিত দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন ছাড়াও ছাত্রদেরকে গণতন্ত্রমনস্ক করে গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্য বর্তমান ব্যবস্থায় কতটা সফল হয়েছে তা অভিজ্ঞতাই বলে দিতে পারে। আমরা আশা করব, শিক্ষাবিদদের সতর্কবাণীকে গুরুত্ব সহকারে সবাই বিবেচনা করবেন।